Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIII Issue : IX, 15th, December, 2023 ১লা অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

পত্রিকার দুই সংখ্যা প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। একটি আমাদের সংস্থায়, আর একটি ভারতবর্ষের উত্তরকাশীতে, যার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র মানব সমাজে।

নিজেদের কথাই আগে বলি। ২৪ নভেম্বর, শুক্রবার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে প্রকাশিত হল 'রামরমণ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ সংকলন— সাহিত্য-ধর্ম-ব্যক্তি-সমাজ' সম্পাদনা গৌতম রায়চৌধুরী। অভিবাহক, পথ-প্রদর্শক, সংকটের দিশারী রামরমণ ভট্টাচার্যের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি, সমষ্টিগতভাবে আমরা সবাই সর্বোপরি আমাদের সংস্থা চিরঋণী। প্রবীণবার্তায় প্রকাশিত তাঁর সমুদয় লেখা তৎসহ একটি অপ্রকাশিত গদ্য সংকলিত করতে পেরে আমরা সেই ঋণ সামান্য শোধ করে তৃপ্ত হয়েছি। যদি এই পুস্তিকাটি বৃহত্তর পাঠক সমাজে পরিবেশিত করতে পারি, তবেই দায়িত্ব পূরণ হবে। দেশ ও জাতির গবীর সংকট মুহূর্তে আমরা চাই রামরমণবাবুর ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদের সর্বোপরি মার্কসীয় চিন্তাধারার গভীর চর্চা ও অনুশীলন। প্রসঙ্গত বইটি মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে আমাদের কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইঁদুর সংক্রান্ত, ঘটেছিল উত্তরকাশী জেলার সিল্কিয়ারাতে। সুরঙ্গ ধসে সতেরো দিন আটকে ছিলেন একচল্লিশ জন শ্রমিক। তাঁদের উদ্ধারের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, সর্বশক্তিমান ও মহান আমেরিকান মেশিন অগার যখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, সহস্র ডলারের বিনিময়ে পশ্চিম থেকে আগত বিশেষজ্ঞের নিদান যখন ব্যর্থ হল, তখন ডাক পড়ল ওয়াকিল হাসান ও তাঁর এগারো সঙ্গীর। বন্দী একচল্লিশ জন আলোর মুখ দেখলেন ইঁদুর-গর্ত (র‍্যাট-হোল মাইনিং) প্রক্রিয়াতে। এতদিনে আমরা সবাই ওই বিপজ্জনক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সবকিছু জেনে গেছি। বিপজ্জনক— কারণ ইঁদুরের কায়দায় গর্ত খুঁড়লে, সুরঙ্গটা খুবই সঙ্কীর্ণ হয় এবং প্রায়ই ধস নেমে শ্রমিকদের মৃত্যু হয়। তাই দেশে র‍্যাট-হোল মাইনিং আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু ওই নিষিদ্ধ প্রক্রিয়াতেই সাফল্য এল। যা নিয়ে আমাদের রাজনীতিবিদরা, সুশীল সমাজ ও সংবাদ মাধ্যম আবেগের বন্যা বইয়ে দিলেন। যদিও পূর্বের ১৪-১৫ দিন ক্রিকেট বিশ্বকাপ/ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতির জন্য তাদের কথা কেউ ভাবার সময় পায়নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্বীয় নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ দেখার সময় পেলেন, বন্দী শ্রমিকদের নিয়ে ভাবার সময় পাননি।

যাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে ইঁদুরের কায়দায় গর্ত খুঁড়ে শেষ দশ-বারো মিটার পাইপ বসিয়েছেন এবং পারিশ্রমিক প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরা দেশব্যাপী নন্দিত হয়েছিলেন। যদিও আগে এঁদের কথা ভাবা হয়নি, ঘটনার অব্যবহিত পরেই এঁদের ভুলে গেছি, আসলে এঁরা আমাদের নজরেই পড়ে না। আর যাঁরা সুড়ঙ্গে

বন্দী ছিলেন তাঁরাও তো ইঁদুর। ১৭ দিন বন্দী ছিলেন সিমেন্ট, পাথর, লোহা ও পাথরের ঘেরাটোপে আর সারা জীবন বন্দী দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও অসাম্যের বেড়াজালে। জীবন জীবিকার তাগিদে আবার হয়ত ঢুকতে হবে কোনো সুড়ঙ্গে।

আমাদের ফেসবুক, সিরিয়াল, ওয়েব সিরিজ শোভিত জীবনে, আরও নাগরিক সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে ব্যস্ত জীবনে বন্দী একচল্লিশ জন বা উদ্ধারকারী এগারো জন শ্রমিক কেউই নেই। মহাভারতের অনুক্রোশ, অর্থাৎ উৎপীড়িত মানুষ বা প্রাণীর জন্য সমবেদনা, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে অদৃশ্য। নতজানু হয়ে সেই ৫৩ জন তথা শ্রমিক শ্রেণির কাছে আজ ক্ষমা ভিক্ষার দিন।

বাচালনামা

নিঃসঙ্গতামুক্ত

একাকিনী নার্গিস সাত্তার

গাজী মহম্মদ আবুবকর

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী নার্গিস সাত্তারকে অনেকদিন থেকে একবার দেখার কৌতুহল ছিল। তাঁর লেখা Loneliness নামে বইটি পড়বার পর থেকেই আমার আগ্রহটা বাড়তে থাকে। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁকে পেলাম কলকাতার থিওসফিক্যাল সোসাইটির এক সারস্বত সভায়। সেখানে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত নিয়ে আলোচনা চলছিল। যাই হোক, নার্গিস সাত্তারের শরীর বার্ধক্যের কারণে আগের মতো স্ববশে নেই বলে আমার মনে হল। তাঁর বললাম—আপনার Loneliness বইটা থেকে আমি খানিকটা অনুবাদ করেছি। বললেন—আচ্ছা, আমাকে একবার দেখিও তো! সভা চলাকালে কথা, সুতরাং, এর বেশি আর কথা এগোয়নি।

নার্গিস সাত্তার একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। তিনি শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করেছেন লোরেটো কনভেন্ট, এন্টালি; ক্যালকাটা গার্লস কলেজ (ইভনিং); অবসর নিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ গার্লর্জ কলেজ, হাওড়া থেকে। গ্রন্থ লিখেছেন ঃ 'নারী বহুরূপে'; 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'; 'শিশু শিক্ষক শিক্ষা'; 'মা সারদা অন্য চোখে'; 'তিনি অন্য মানুষ'; 'উগ্র নারীবাদ সাহিত্যে ও সমাজে'; 'ধর্ম, ইসলাম, নারীর অধিকার'; 'মধ্য রাতের গদ্য'; 'Women and Women's Movement in India'; 'Women and Domination'; 'Women at Work'; 'Continuity and Change in Indian Society' ইত্যাদি।

নিবন্ধ লিখেছেন ঃ আনন্দ বাজার পত্রিকা, অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, কালান্তর, গণশক্তি, নন্দন, দেশ, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন, বসুমতী, দৈনিক স্টেটসম্যান, কথা সাহিত্য ইত্যাদিতে।

তাঁর প্রিয় হবি— বইপড়া, লেখালেখি, চিত্রকলা, ফিলাটেলি এবং ফটোগ্রাফী।

নিম্নে বর্ণিত অংশটি তাঁর গ্রন্থ— 'Loneliness' থেকে স্বচ্ছন্দ ভাষান্তর। (সংক্ষেপিত)

নিঃসঙ্গতামুক্ত একাকিনীর প্রাত্যহিকী

'আড্ডা' একটা বাড়তি আকর্ষণ আমাদের জীবনে। আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়ের সঙ্গে মজা

করে কথা বলুন, তাঁদের কথাও শুনুন। এক একজন আড্ডাবাজদের শিরোমণি হয়ে থাকেন। 'আড্ডা' হলো প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনের সঞ্জীবনী। সমস্ত দুঃখবেদনা আর নিকৃষ্ট নিঃসঙ্গতা মুহূর্তের মধ্যে ভ্যানিস হয়ে যায়। অলস গ্রামজীবনে বলুন আর ব্যস্ত নগরজীবনে বলুন ভারতীয়দের জীবনে আড্ডা অতি সাধারণ ঘটনা। এই যে বাংলা শব্দ 'আড্ডা'— অক্সফোর্ড ডিক্সনারিতেও স্থান পেয়েছে। তাহলে দেখুন কতোখানি গুরুত্ব আড্ডার। মানুষ আমাকে একটা অদ্ভুত 'বকবকানি'র শিরোমনি মনে করে। আমি আড্ডার আসরে হয়ে উঠি মধ্যমণি— এটাই জীবনের আনন্দের ঝরনাধারা।

আমার ধারণা, নিঃসঙ্গতা তাড়ানোর ক্ষেত্রে পোষা জীবজন্তু-পাখি, বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, সুন্দর সুন্দর পাখি দেখার জন্য পার্কে বা বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, অঙ্কন বা পেন্টিং, ক্যামেরার চোখে বিশ্বকে দেখা, উত্তেজনাময় ভ্রমণ, ফিলাটেলি—ডাকটিকিট সংগ্রহ, সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা কার্ড সংগ্রহ, কয়েন বা মুদ্রা সংগ্রহ, সমাজসেবা, গাছগাছালি ভরা স্থানে পিকনিক করা, মাছ ধরার সখ (অবশ্য তার জন্য ধৈর্য চাই), বাগান করা, টিভি দেখা, সমুদ্র সৈকতে সময় কাটানো বা পাহাড়ে চড়া, কিম্বা শুধুই কর্মহীন একাকি সময় উপভোগ করা কিম্বা বিসমিল্লা খাঁর সানাই শোনা, নীল ডায়মণ্ডের গান শোনা—'I will be what I am, Solitary Man'— এমন কত কী বিষয় আছে—আপনি একবার ভেবে দেখুন। আপনার চারপাশে অজস্র গুপ্তধন আছে যেগুলি দিয়ে আপনার জীবনপাত্র ছাপিয়ে যাবে। আপনার অর্থের অভাব?— গ্রাম সমীক্ষা করুন। দারিদ্র্য কোনো অজুহাত হতে পারে না। এমনকি কিছু উপার্জনের চেষ্টা করলে আপনার সময় ব্যস্ততায় ভরে উঠবে, নিঃসঙ্গতা পালাবে। অবসরপ্রাপ্ত মানুষের উৎকৃষ্ট সঙ্গী বই আর আড্ডা। অতএব আপনি বেছে নিন পরিপূর্ণ আনন্দময় জীবন। সাহসের সঙ্গে যুঝতে থাকুন নিঃসঙ্গতা।

এর পরেও নিঃসঙ্গতা আপনার পিছু ধাওয়া করছে? আপনার পোষা পাখি জীবজন্তু আপনার সময়কে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আপনি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে, মুদ্রা সংগ্রহ করে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন। আপনার এই বিশেষ ধরনের জীবনই হল সভ্যতার শীলমোহর। আপনার সিনেমা দেখার আনন্দ, গান শোনার মুহূর্তগুলো আপনাকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আপনি সামর্থ্য থাকলে দুনিয়া ঘুরে বেড়ান। আপনার সৃজনশীলতা থাকলে তো কথাই নেই, লেখকরা সবসময় নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় উজ্জীবিত থাকেন। এর পরেও আপনার নিঃসঙ্গতা পিছু ছাড়ছে না? তাহলে আপনি মনে হয় অসুস্থ এবং জীবনে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। যথাশীঘ্র একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়বেন না। সুখের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান।

সিঙ্গাপুরে কয়েকটা দিন

ড: গোবিন্দ মাইতি

অগস্ট মাসে সিঙ্গাপুরে ছেলের কাছে প্রায় একমাস কাটিয়ে এলাম। কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর প্রায় চার ঘণ্টার মতো সময় লাগে। এর আগেও কয়েকবার গিয়েছি, প্রত্যেকবার দেখছি শহরটা আরও সুন্দর ও

আধুনিক হচ্ছে। যদিও সিঙ্গাপুর ভারতের অনেক পরে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দক্ষ প্রশাসন, কঠোর অনুশাসন এবং সৎ নেতৃত্বের জন্য আজ সিঙ্গাপুর একটি ধনী দেশের তকমা পেয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থাও খুবই সুদৃঢ়।

সিঙ্গাপুর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র, দেশটি মালয়েশিয়ার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল। তাই গুরুত্ব অনেকখানি। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষির লোকরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। তবে চাইনীজ পপুলেশান অনেকটাই বেশি। তাছাড়া বেশ কিছু Indian ও মালয়েশিয়ার লোকজন রয়েছে তাই এখানে english common languge হলেও Mandarin, Malay ও Tamil ভাষা সরকারি স্বীকৃত ভাষা। বহু বাংলাদেশী ও কিছু বাঙ্গালীও রয়েছে। খুবই ছোট দেশ কিন্তু সুবৃহৎ Changi Airport খুবই সাজানো গোছানো। পৃথিবীর একটি ব্যস্ততম Airport আর Singapore Airline এর service সর্বত্র এবং উচ্চমানের বিমান ব্যবস্থা। যেহেতু নানা দেশের লোকজন তাই ইংরেজি দিয়ে সব কাজ চলে যায়। সিঙ্গাপুরে Tourism Industry খুবই সংগঠিত। বছরভর Tourist এর আনাগোনা লেগেই রয়েছে। বহু বিলাসবহুল হোটেল ও রেস্টুরেন্ট-এ ভর্তি। যাতায়াতের জন্য মেট্রো পরিষেবা শহরের সর্বত্রই প্রসারিত ও বেশ আরামদায়ক। একটি ছোট নদী রয়েছে সিঙ্গাপুর রিভার। নদীর দুপাড়েই নানা ধরনের Restaurant ও নানান Museum রয়েছে। নদীর শেষপ্রান্তে একটি বিশাল জলাশয় তৈরি করা হয়েছে, নাম Merina Bay; যেখানে সন্ধ্যায় জলের উপর লেজার শো ও নৌকার সাহায্যে নানারকম অনুষ্ঠান দেখানো হয়। সাথে রয়েছে বিশাল shopping mall। তাছাড়া বিভিন্ন Bank এর main office এখানে। সিঙ্গাপুর একটি financial Hub হিসাবে বিখ্যাত। একটু দূরে Bay Garden অবস্থিত। Bay Garden এ চারটি অংশ— Cloud forest, Floral fantasy, Rose garden, Tulip garden। ভেতরে জলাশয় ও ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার ব্যবস্থা আর সন্ধ্যায় লাইট শো, উঁচু উঁচু দশটি টাওয়ারের সাহায্যে বিভিন্ন রকম আলোর বন্যা ও সঙ্গে গানের সুর। দেখার জন্য sky walk রয়েছে। অনুষ্ঠান খুবই উপভোগ্য।

এরপর বলবো Santasa Island এর কথা। সিঙ্গাপুরের একটি লাগোয়া দ্বীপ, পুরোটাই বিভিন্ন Amusement programes এ ভরা। বেশ কয়েকটা নামী হোটেল রয়েছে। তাছাড়া Sea Beach নানারকম আলোর প্রদর্শন ও আতশবাজীর অনুষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া একটি জলাশয়ে ডলফিনদের নানারকম খেলা দেখানো হয়। সবচেয়ে আকর্ষণের জায়গা Universal Film Studio। বিশাল জায়গা জুড়ে নানারকম চলচ্চিত্র বিষয়ের অনুষ্ঠান। এখানেও touristদের বেশ ভীড় লক্ষ্য করা যায়। এখানে রয়েছে বিশাল Marine Park বিশাল গ্লাস হাউসের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীদের বিচরণ। আর গ্লাস হাউসের মধ্যে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা যাতে সবকিছু ভালোভাবে দর্শকরা দেখতে পায়। সবকিছুর মধ্যে আধুনিক প্রয়োগ কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রেখে তৈরি হয়েছে Zoological Park। নানা ধরনের গাছপালার মধ্যে পশুদের আস্তানা। এখানকার night safariও বিশেষ দৃষ্টিনন্দন। বিশাল Botanical Garden বিভিন্ন দেশের নানাধরনের গাছপালা রয়েছে। তাছাড়া পাখিদের জন্য আলাদা একটি Bird Park বিশাল নেটের মধ্যে বহু গাছপালা ও বাগানের মধ্যে নানা প্রজাতির পাখির আবাসস্থল। শেষপ্রান্তে একটি ঝরনাও রয়েছে। ঘুরে

দেখার জন্য sky walk এর ব্যবস্থা। কিছু কিছু পাখি খাবারের জন্য আপনার কাছে চলে আসবে। যারা পাখি ভালোবাসে তাদের খুব ভালো লাগবে।

পুরো শহরটা আধুনিকতায় মোড়া রাস্তাঘাট ও দোকানপত্র। সব দোকানই কিন্তু মলের মধ্যে রয়েছে। তাই আমাদের মতো রাস্তার ধারে কোনো দোকান নেই। তবে আমি, পুরানো দুটো মহল্লার কথা বলছি। একটা চায়না টাউন ও অন্যটা লিটল ইন্ডিয়া। চায়না টাউন নানারকম দোকান ও কেনাকাটার বিশেষ সুযোগ। এখানে একটি বড় বুদ্ধ মন্দির রয়েছে। বর্তমানে এখানেও কয়েকটি শপিংমল হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম লিটল ইন্ডিয়া, যেখানে পুরানো ঘরবাড়ি রাস্তায় দোকানপত্র রয়েছে। এখানে বেশিরভাগ লোকজন ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া ও বাইরের লোক। ইন্ডিয়ার সবকিছু এখানে পাওয়া যায়। কয়েকটি ভালো ভারতীয় Restaurant রয়েছে। তাছাড়া এখানেই সোনার দোকানে ভর্তি। কয়েকটি বেশ বড়, এখানে বহু বাংলাদেশী লোকের জন্য বাংলায় কাজ চলে যায়। তবে এই জায়গাটার পুরানো ভাব যায়নি। কিছুটা অবহেলিত।

আমরা দশবছর শুনছি Kolkata Eye হবে। কখনও জায়গার অভাব বা কখনও টাকা নেই কিন্তু Singapore Eye একটি দর্শনীয় স্থান ট্যুরিস্টের জন্য। অনেক বছর আগেই বানানো হয়েছে।

দুটো জিনিস লক্ষণীয়। রাস্তায় কোন ট্রাফিক পুলিশ নেই। কিন্তু লোকজন ও গাড়িঘোড়া নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হচ্ছে এবং সবাই signal মেনে। রাস্তাঘাট কোন খোড়াখুড়ি নেই। যে কোনো কাজ কয়েকটা গ্রুপের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে। তাই কোনো কিছু পড়ে থাকে না। শহরে সর্বত্রই শপিংমলের রমরমা, তাই আরামে কেনাকাটা করা যায়। যদিও সুন্দর সাজানো শহর, সবকিছুর খরচ আমাদের কাছে অনেকটাই বেশি। ছুটি কাটিয়ে ফিরলাম ভোরের ফ্লাইটে। সকাল ছটায় নেতাজি সুভাষ এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। প্লেন থেকে সূর্যোদয় খুবই উপভোগ্য বিশেষ করে প্রচুর মেঘের উপর দিয়ে যখন প্লেন চলছিল। অপূর্ব দৃশ্য।

আবোল তাবোল ?

গৌতম রায়চৌধুরী

শীর্ষনামটি বিশেষ্য পদবাচ্য হতে পারে (কোনো বইয়ের নাম), আবার বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত পারে (বর্তমান সময়-সমাজের পরিচায়ক)। যদি বইয়ের নাম ধরি তবে, 'শ্রীসুকুমার রায়, বি. এস-সি; এফ. আর. পি. এস কর্তৃক লিখিত ও চিত্রিত' এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে 'ইউ. রায় এন্ড সন্স কর্তৃক' প্রকাশিত। অর্থাৎ শতবর্ষের পুরানো একটি বই। কিন্তু এমনই তার প্রভাব, আজও মনে হয় সে যেন নতুন। ১৪৩০ তো বটেই ১৫৩০-য়েও সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল এক সদ্য প্রকাশিত বই হিসেবেই থেকে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আবোল তাবোল ১৩৩০-এর আগেও ছিল না, এখনও নেই।

ছোটদের ছড়াকার বলে পরিচিত সুকুমার আদতে এক নীরব বিপ্লবী। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হওয়ার

জন্য রবীন্দ্রোত্তর কবিরা অনেক চেষ্টা করেছেন, কেউ কেউ কবিতায় পদাঘাতে রবীন্দ্র রচনাবলীকে পাপোষে লুটিয়েছেন, কিন্তু আজও বাংলা কবিতা 'আমি'-কেন্দ্রিক রোমান্টিক কবিতাই রয়ে গেছে। সামান্য যে কয়েকজন বিভিন্ন ধারায় চেষ্টা করেছেন, খুব একটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি। সুকুমার রায় প্রথম ভাববাদ থেকে জড়বাদের কঠিন মাটিতে পা দিলেন। বিজ্ঞান ও হাস্যরসের মুখোস পরে সমাজের অসংগতিকে অনায়াসে আঘাত করলেন। প্রচলিত কাঠামোর (রাজনৈতিক ও সামাজিক) ভণ্ডামি, শাসকের চরম নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষমতাকে হাস্যরসের ছদ্মবেশে বারংবার আঘাত করেছেন। নিজেই বলেছেন, 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই।' এই যে 'উদ্ভট-ছদ্মবেশ' —সেটা উন্মোচন করতে আমাদের লেগে গেল একশ বছর।

এডওয়ার্ড লিয়র বা লুইস ক্যারলকে অনেকেই সুকুমারের পূর্বসূরি বলেন। কিন্তু শুধু উদ্ভট রস অবধিই তাঁদের সঙ্গে, উত্তরণটা একমাত্র সুকুমারেই আছে। উদ্ভট রসের আড়ালে শাসককে ব্যঙ্গ, যা কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও সমভাবে প্রযোজ্য শুধু সুকুমারেই উপলব্ধ। আমরা আবোল তাবোলের মোট ৪৫টি কবিতার মধ্যে মাত্র চারটি কবিতার সাহায্যে এই সত্যটা ধরার চেষ্টা করব। মূল বইয়ের ক্রম অনুযায়ী কবিতা চারটি হল কুম্‌ড়োপটাশ (পৃ. ১২), বোম্বাগড়ের রাজা (পৃ. ২৭), একুশে আইন (পৃ. ২৮) এবং ভয় পেয়োনা (পৃ. ৪৬)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে। তরুণ সুকুমার, তখন বিলেতে অধ্যয়নরত। দেশে-বিদেশে মানবতা বোধ ধীরে ধীরে ধ্বংস হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আবার ইউরোপে যুদ্ধের পটভূমি অনুভব করেছিলেন। শাসকের ক্ষমতার লোভ, আত্মগরিমা, ধূর্ততা, দুর্নীতি, টিকে থাকার চেষ্টা সে তো আমরা এখনও উপলব্ধি করি। কিন্তু তাদের কাজের মধ্যে যে একটা নির্বুদ্ধিতা আছে, যেটা উদ্ভট, আজগুবি সেটা সুকুমার আমাদের চিনিয়েছেন। চ্যাপলিনও তার চলচ্চিত্রে হিটলারকে নিয়ে (গ্রেট ডিকটেটর), আধুনিক যন্ত্র সভ্যতাকে (মডার্ন টাইমস) নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। ফ্যাসিজমের মুখে দাঁড়িয়ে হাসিয়েছেন আবার প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে সুকুমার কিন্তু চ্যাপলিনেরও পূর্বসূরী।

ক্ষমতার লোভে শাসক যে কতটা নির্বোধ হতে পারে, কুম্‌ড়োপটাশ তার প্রমাণ। সুকুমারের ইলাস্ট্রেশনে যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকে বলেন কুম্‌ড়োপটাশ তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে উদ্দেশ্য করে রচিত। সেটা না জানলেও আমাদের কিছু ক্ষতি নেই বুঝতে কিচ্ছু অসুবিধা হয় না। '(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—/খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে;/চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে;/চারপা তুলে থাক্‌বে ঝুলে হট্টমূলার গাছে!' কুম্‌ড়োপটাশে বা শাসক যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মনে হয় আজগুবি, উদ্ভট কিন্তু আদতে এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা। এই আবোলতাবোল ঘটনা তো আজও আছে। সুকুমার-পুত্র-সত্যজিৎ কৃত একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় চরিত্রকে নিয়ে শাসক দলের নেতাদের কার্টুন, শুধুমাত্র ফরোয়ার্ড করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের হাজতবাস পর্যন্ত হয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় মুক্ত হয়েছেন। রান্নাঘরের পাশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, জানলা বেয়ে তড়তড়িয়ে ওঠা বা শাম্‌লা

এঁটে গামলা চড়ে থাকা— কবিতাটির বিভিন্ন নিদান শুনে যখন আমরা হাসছি তখন কবি আমাদের সাবধান করে দেন—'তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা,/কুমড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।' কী বুঝব! কেন 'একুশে আইন'-য়ে তার বিধান দেওয়া আছে। 'শিবঠাকুরের আপন দেশে,/আইন কানুন সর্ব্বনেশে!/কেউ যদি যায় পিছলে প'ড়ে,/প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,'। হুঁ হুঁ বাবা, চল নিয়ম মতো। 'চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,/এদিক্ ওদিক্ ডাইনে বাঁয়ে,/রাজার কাছে খবর ছোটে,/পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,'। এ তো আজকের ছবি, কবিতার শিবঠাকুরের দেশ সে যে আমার জন্মভূমি। আমাদের রাজা বলেন থালা বাজিয়ে কোভিড মোকাবিলা করা যাবে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় কোভিড অতিমারীকেও আঠারো দিনে জয় করে নেওয়া যাবে। রাজার সুরে সুর না মেলালে হয় আরবান নকশাল বা দেশদ্রোহী— কালবুর্গি, দাভালকর প্রমুখ যার সাম্প্রতিক উদাহরণ।

রাজ্যের এক মন্ত্রী কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'ন্যায় সংহিতা' বিল নিয়ে বিধানসভায় বলেছেন, [৬ ডিসেম্বর ২৩, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত] এই বিল ন্যায় বিচারের পরিপন্থী, 'শুধু সন্দেহের বশেই মানুষকে গ্রেফতার করা হবে'। যথার্থই বলেছেন। মুশকিল হচ্ছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও একই দমন-পীড়নের অভিযোগ। ওই দিনেরই আনন্দবাজারের একই পাতায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই পুলিশ মামলা করছে বলে তার থেকে অব্যাহতি চাওয়ার আর্জিতে যুক্তি আছে। অর্থাৎ একুশে আইন কবিতায় সুকুমার ঔপনিবেশিক আইনের কথা বললেও তা আজও কেন্দ্র-রাজ্য দু-জায়গাতেই সমভাবে প্রযোজ্য।

বোম্বাগড়ের রাজা 'ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত ভাজা।' নির্বোধ রাজা যা খুশি তাই করে, সঙ্গে যোগ দেয় নিকটজনেরা— রাণীর মাথায় বালিশ বাঁধা, রাণীর দাদা পাউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, মন্ত্রী রাজার কোলে বসে কলসী বাজায় আর কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলে রাজার পিসী? এই গন-পাগলামির কারণ কী! 'এমন কেন ঘট্‌ছে তা কেউ বল্‌তে পার মোরে'। না, তা পারি না, তবে এটা যে এখনও ঘটছে সেটা দেখতে পাচ্ছি। কোনও একদিন রাজার মনে হল নোট বাতিলই কালোটাকা আটকানোর একমাত্র উপায়, তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি। অর্থনীতি তোলপাড়, সাধারণ মানুষের জীবন ছারখার। ২০০০ টাকার নতুন নোট ছাপা হল, নতুন ট্রে বানিয়ে এটিএমগুলোকে উপযোগী করা হল। সব মিলিয়ে খরচ হল মাত্র ১৭৩০ কোটি। বছর তিনেক বাদে সম্প্রতি সেই নোট আবার বাতলি করে দেওয়া হল। আরও উদ্ভট, পুরানো নোটের ৯৫ শতাংশ যথাসময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ফেরৎ চলে এসেছিল। রাজা শুধু নন, পারিষদগণ বলে তার চারগুণ। গোরুর দুধে সোনা আর চোনায় সর্বরোগের ওষুধ আছে, পৌরাণিক পুষ্পক রথ এবং গণেশের হস্তীমুখ প্রমাণ করে ভারতেই সর্বপ্রথম বিমান উড়েছিল ও সফল অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছিল। চারপাশে তাকালে বোম্বাগড়ের রাজা, রাজার পিসি, রানি, রানির দাদা, রাজার মন্ত্রী সবাইকে দেখতে পাবেন। শুধু নাম বদল হয়েছে। উল্লিখিত তিনটি কবিতা একসঙ্গে পড়লেই একনায়ক ও তার নির্বুদ্ধিতা, সহযোগীদের তালে তাল মেলানো এবং প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ, সহজেই একটা সরলরৈখিক যোগসূত্র খুঁজে পাবেন।

অবশিষ্ট কবিতা 'ভয় পেয়ো না'-তে তিনি সরাসরি এক ঠাণ্ডা মাথার ভয়ংকর একনায়ককে চিত্রিত

করেছেন ও হাড়-হিম-করা মোনোলোগে কীর্তিকলাপ বর্ণনা করেছেন। সেই তিন-শিং ওয়ালা, সজারুর কাঁটা লাগানো, হাতে মুগুর নিয়ে কিম্ভুত জীবটি বলছে, 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মার্‌ব না—/সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পার্‌ব না।/মন্‌টা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগ্‌টি নেই,/তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই।'— আদতে কিন্তু ভয় দেখাচ্ছে। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হামেশাই হই, আগেও হয়েছি হয়ত পরেও হব। আমাদের মনে পড়ে, সৌমিত্র অভিনীত বয়স্ক মাস্টারমশাইকে ধর্ষণকারী যুবক শান্ত গলায় বলছে, 'মাস্টার মশাই, আপনি কিন্তু কিছু দেখেননি'। তাই আমরা কিছু দেখি না, ভয়ে চুপ করে থাকি। কারণ— 'আমি আছি, গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—/সবাই মিলে কাম্‌ড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় ফেলে।' রাজা আছেন, পুলিশ আছে আর আছে স্থানীয় মস্তানবাহিনী। তাই আমরা সুকুমার অঙ্কিত ছবির মতো ছাতা হাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় লাগাই।

আমরা যারা জীবনের শেষ ইনিংসে মহাকালের সামনে বুক চিতিয়ে ব্যাটিং করছি, তাঁদের চোখ মাঝে মাঝেই 'আবোল তাবোল' গ্রন্থের শেষ চারটি লাইনের দিকে চলে যায়, প্রসঙ্গত এগুলোই কবির লেখা শেষ চার লাইন।

'আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সঙ্গে মোর।'

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)
১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০
নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে
কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in